ষোল হাত দীর্ঘে নৌকা প্রস্থে নয় পোয়া।
হরিধ্বনি শুনি টাকি ডন জিস বাওয়া।।
বহু পরিশ্রমে নৌকা ধরিল আসিয়া।
ঠেকাইল নৌকা আগা না'র তল দিয়া।।
কেহ বলে 'সর্ বেটা মরিতে আসিলি।
নৌকার গলুর তলে নৌকা কেন দিলি?
আসিলি নৌকার তলে ডুবিয়া মারিতে।'
ভোলানাথ বলে 'মোরা এসেছি ডুবিতে।।'
গোস্বামী বলেছে 'বাছা কে ডুবিতে চাও?
অক্রুর বিশ্বাস কহে 'জয়পুরে নাও।।'
লম্ফ দিয়া উঠিলেন গোঁসাই গোলোক।
জয়পুরে নাও যদি এই তো তারক।।
না হ'লে এমন 'বোল' কে পারে বলিতে।
তারকের 'গণ' নৈলে চাহে কি ডুবিতে?
নৌকা মধ্যে নামে মত্ত ছিল যত লোক।
সকলের মুখে শব্দ 'তারক তারক।"
মধ্যে ফাঁক করি দিল সকল তরণী।
তার মধ্যে জয়পুরের নৌকা নিল টানি।।
'তারকের নৌকা এই বলিয়ে গোঁসাই।
লম্ফ দিয়া বলে 'তারকের নৌকা বাই।।'
পড়িয়া নৌকার মাঝে ভাসিয়া চলিল।
অক্রুর বিশ্বাস এসে লাফিয়া পড়িল।।
রাইচাঁদ নিবারণ বদন গোঁসাই।
গোলোকের পুত্র গিরি মথুর দু'ভাই।।
গোলোক ঠাকুর গিরি মথুরের পিতা।
ঈশ্বরাধিকারী সবে বসি কহে কথা।।
নাম করে প্রেমাবেশে বড় নৌকা থেকে।
সিংহনাদ প্রায় ধ্বনি উঠে ঝোঁকে ঝোঁকে।।
বলিতে বলিতে হরি নৃত্য-গীত রসে।
বর্ণির খালের মধ্যে সব নৌকা পশে।।
যাহারা বিদেশী নৌকা সঙ্গে এসেছিল।
ছাড়িয়া কতক নৌকা বড় নদী গেল।।
নিজ নিজ স্থানে যায় কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে।
কেহ কেহ সঙ্গে রৈল প্রেমে মত্ত হ'য়ে।।
লোক ভীড় জয়পুরে নৌকার উপরে।
গায় গায় লোক ফাঁক নাহি 'ডালি' জুড়ে।।
উর্দ্ধ সংখ্যা ধরে না'য় বিশ ত্রিশ মণ।
নৌকার উপরে লোক ঊনত্রিশ জন।।
তার মধ্যে গোস্বামী উল্লম্ফন করিছে।
নৌকা হ'তে কেহ কেহ কিনারে পড়েছে।।
না'য় না'য় জোড়াজুড়ি ক্ষণে লাগে তটে।
কিনারায় লোক গিয়া নৌকা পরে উঠে।।
গোস্বামী গোলোক গিয়া পড়েন কিনারে।
ফিরে লম্ফ দিয়া পড়ে নৌকার উপরে।।
নৌকায় যত মানুষ ছিলেন বসিয়া।
মাথার উপর দিয়া পড়েছে লাফিয়া।।
কুল হ'তে পড়ে এসে বড় নৌকা মাঝে।
দুইবার দেখা গেল পাছে ল্যাজ আছে।।
লাঙ্গুল দেখায় লম্বা আট নয় হাত।
শরীর প্রমাণ লম্বা তেরো চৌদ্দ হাত।।
শ্রীগোলোক কীর্ত্তনীয়া ঈশ্বরাধিকারী।
ভক্তিভয় আনন্দে সকলে বলে হরি।।
তালুকের মহেশচন্দ্র শ্রীহরি পোদ্দার।
আড়ঙ্গ বৈরাগী মহানন্দ কোটীশ্বর।।
এমত অনেক ভক্ত দেখে চমৎকার।
ধুমকেতু তারাতুল্য লেজের আকার।
এমত আশ্চর্য্য কার্য্য দেখে সবে নরে।
জয়হরি গৌরহরি বলে উচ্চৈঃস্বরে।।
পড়িল গোস্বামী গিয়া কূলের উপর।
রাখালেরা হরি বলে দেখিতে সুন্দর।।
মিশিল গোঁসাই সব রাখালের সঙ্গে।
জয় জয় হরিধ্বনি দিতেছেন রঙ্গে।
পাগলের লীলাখেলা বড় চমৎকার।
বিরচিল কবি চূড়ামণি সরকার।।